GOVT. GENERAL DEGREE COLLEGE SALBONI
DEPARTMENT OF SANSKRIT
STUDY MATERIAL FOR BACHELOR OF ARTS (HONOURS)
MAJOR IN SANSKRIT (under CCFUP, 2023) Course- Major I/ Minor Disc. I
Critical Survey of Sanskrit Literature (Vedic Literature)

Prepared by
UJJAL KARMAKAR
ASSISTANT PROFESSOR
DEPT. OF SANSKRIT, GGDC SALBONI

বেদ কি?

বেদ সম্বন্ধে প্রমুখ আচার্যদের মতামত -

মন্ত্রব্রাহ্মণয়োঃ বেদনামধেয়ম্ – আচার্য আপস্তম্ব (আপস্তম্ব-শ্রৌতসূত্র গ্রন্থে।)

অর্থাৎ মন্ত্র ও ব্রাহ্মণকে একত্রে বেদ বলে। ব্রাহ্মণ দুইভাগে বিভক্ত শুদ্ধব্রাহ্মণ (যেখানে যজ্ঞানুষ্ঠানের আলোচনাই প্রধান), তত্ত্বপ্রধান ব্রাহ্মণ (আরণ্যক ও উপনিষদ্ এর অন্তর্ভুক্ত।)

বেদোSখিলো ধর্মমূলম্ – আচার্য মনু (মনুসংহিতা ২/৬)

অর্থাৎ বেদ অখিল বা সকল ধর্মের মূলভূত প্রমাণ।

বেদো ধর্মমূলম্ – ধর্মশাস্ত্রকার গৌতম।

তত্র অপৌরুষেয়বাক্যম্ বেদঃ – অর্থসংগ্রহকার লৌগাক্ষি-ভাস্কর।

অর্থাৎ অপৌরুষেয় বা ঋষিদৃষ্ট বাক্য হল বেদ।

মন্ত্রব্রাহ্মণাত্মক-শব্দরাশির্বেদঃ / ইষ্টপ্রাপ্ত্যনিষ্টপরিহারয়োরলৌকিকমুপায়ং যো গ্রন্থো বেদয়তি স বেদঃ – সায়ণাচার্য (ঋগ্বেদাদি ভাষ্যোপক্রমণিকায়।)

অর্থাৎ মন্ত্রব্রাহ্মণাত্মক শব্দরাশিই হল বেদ।/ অভীপ্সিতের প্রাপ্তি ও অনভীপ্সিতের হান বা পরিহারের অলৌকিক উপায় যে গ্রন্থ হতে জানা যায়, তাই বেদ।

প্রত্যক্ষেণানুমিত্যা বা যস্তূপায়ো ন বিদ্যতে।

এনং বিদন্তি বেদেন তস্মাৎ বেদস্য বেদতা।। -- এই শ্লোকটি যাজ্ঞবল্ক্যের নামে প্রসিদ্ধ,

অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বা অনুমানের দ্বারা যে জ্ঞান লাভ করা যায় না, সেই অতীন্দ্রিয় জ্ঞান বেদ হতে লাভ করা যায়।

আধুনিক পণ্ডিত- গবেষকদের মতে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর প্রাচীনতম সাহিত্যিক নিদর্শন হল বেদ।

GGDC SALBONI

বেদ শব্দের ব্যুৎপত্তি

জ্ঞানার্থক বিদ্ ধাতুর (অদাদি গণীয়) উত্তর ভাববাচ্যে ঘঞ্ প্রত্যয় যোগে বেদ শব্দটি নিষ্পন্ন হয়। ঘঞ্ যেহেতু ঞিৎ প্রত্যয় তাই – 'ঞিনত্যাদির্নিত্যম্' সূত্র বলে বেদ শব্দের অন্তিম অকার উদাত্ত। এক্ষেত্রে বেদ শব্দের অর্থ হল জ্ঞান।

বেদের সংখ্যা –

প্রাগবস্থায় বেদ ছিল অখণ্ড বা সংমিশ্র। মহাভারতকার কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন ব্যাসদেব অখণ্ড বা সংমিশ্রিত বেদকে বিষয়ানুসারে সর্বপ্রথম চারটি সংহিতায় বিভাগ করেন। - (পরাশরাৎ সত্যবত্যমংশাংশকলয়া বিভুঃ।/ অবতীর্ণো মহাভাগো বেদং চক্রে চতুর্বিধম্।। ভাগবতদ্পুরাণ)/ ঋগথর্বযজুঃসাম্নাং রাশীরুদ্ধৃত্য বর্গশঃ। চতস্রঃ সংহিতাশ্চক্রে সূত্রে মণিগণ ইব।। (ভাগবতপুরাণ)। ব্যাসদেব নিজ শিষ্যদের এক একটি সংহিতার উপদেশ বা শিক্ষা দেন –

ঋগ্বেদ – পৈল, যজুর্বেদ – বৈশম্পায়ন, সামবেদ – জৈমিনি, অথর্ববেদ- সুমন্ত।

(শতপথব্রাহ্মণানুসারে- অগ্নি হতে ঋগ্বেদ, বায়ু হতে যজুর্বেদ, সূর্য হতে সামবেদ এবং আঙ্গিরস হতে অথর্ববেদের উৎপত্তি।)

মন্ত্র

মন্ত্র্ ধাতুর উত্তর অচ্ প্রত্যয় যোগে মন্ত্রপদটি সিদ্ধ হয়। আচার্য জৈমিনির মতে মন্ত্রের লক্ষণ হল –তচ্চোদকেষু মন্ত্রাখ্যা। অর্থাৎ অনুষ্ঠেয় পদার্থের প্রকাশক ও অনুষ্ঠেয় পদার্থের জন্য যাদের প্রয়োগ হয়, সেগুলির নাম মন্ত্র।

নিরুক্তকার যাস্কাচার্য বলেছেন – মননাৎ মন্ত্রম্ – অর্থাৎ দেবাবিষ্ট মননের স্বতোবিচ্ছুরণ হল মন্ত্র। পূর্বমীমাংসাকার জৈমিনি ঋক্, সাম এবং যজুঃ ভেদে মন্ত্রের ত্রৈবিধ্য স্বীকার করেছেন –

তেষামৃগ্ যত্রার্থবশেন পাদব্যবস্থা। (অর্থাৎ অর্থানুসারে পাদব্যবস্থিত মন্ত্রকে ঋক্ বলে।

গীতিষু সামাখ্যা। (অর্থাৎ গীতিবদ্ধ মন্ত্রকে সাম বলে।)

শেষে যজুঃশব্দঃ। (ঋক্ ও সাম লক্ষণাক্রান্ত মন্ত্র ব্যতীত আর সকল গদ্যাত্মক মন্ত্র যজুঃ)

ঋষি, দেবতা ও ছন্দ –

যস্য বাক্যং স ঋষি (সর্বানুক্রমণী মতে যার বাক্য তিনি ঐ মন্ত্রের ঋষি)

যা তেন উচ্যতে সা দেবতা (সর্বানুক্রমণী মতে মন্ত্রে যাঁর কথা উচ্চারিত হয় তিনি দেবতা।)

যদক্ষরপরিমিতং তচ্ছন্দঃ – (সর্বানুক্রমণী মতে ধ্বনি বা অক্ষরের পরিমিত গতি বা দোলন হল ছন্দো।)

ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্

ব্রহ্মন্ শব্দের উত্তর অণ্ প্রত্যয় যোগে ব্রাহ্মণ শব্দটি নিষ্পন্ন হয়। ব্রহ্মন্ শব্দের অর্থ বেদ, বেদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলেই গ্রন্থ বিশেষের নাম হয়েছে ব্রাহ্মণ। অনেকে ব্রাহ্মণ শব্দে ব্রাহ্মণ পুরোহিতকেই বুঝিয়েছেন, তাঁদের মতে

GDC SALBONI

পুরোহিতদের যজ্ঞসম্বন্ধীয় বিভিন্ন বিধান উক্ত গ্রন্থরাজিতে লিপিবদ্ধ হওয়ায় তাদের নামও ব্রাহ্মণ। পূর্বমীমাংসাকার জৈমিনি ব্রাহ্মণের লক্ষণ করেছেন – শেষে ব্রাহ্মণশব্দঃ, অর্থাৎ মন্ত্রব্যাতীত বেদের শিষ্ট অংশ ব্রাহ্মণ। আপস্তম্ব বলেছেন – কর্মচোদনাব্রাহ্মণানি অর্থাৎ যাগযজ্ঞাদির প্রেরণা বা ইতিকর্তব্যতা যে গ্রন্থে আছে তা ব্রাহ্মণ পদবাচ্য। দয়ানন্দ সরস্বতীর মতে – চতুর্বেদবিদ্ভির্ব্রহ্মভিঃ ব্রাহ্মণমহর্ষিভিঃ প্রোক্তানি যানি বেদব্যাখ্যানানি তানি ব্রাহ্মণানি। উল্লেখ্য- বর্ণ বা পুরোহিত বাচক ব্রাহ্মণ শব্দ – পুংলিঙ্গান্ত, পক্ষান্তরে ক্লীবলিঙ্গান্ত ব্রাহ্মণ শব্দ – শাস্ত্র বাচক। ব্রাহ্মণের আলোচ্য ৬টি বিষয় হল –বিধি, অর্থবাদ, নিন্দা, প্রশংসা, পুরাকল্প ও পরকৃতি।

অরণ্য শব্দের সঙ্গে বুঞ্ তদ্ধিত প্রত্যয় যোগে আরণ্যক শব্দটি সিদ্ধ হয়। অষ্টাধ্যায়ীকার পাণিনি অরণ্যবাসী মানুষ অর্থে তাঁর গ্রন্থে আরণ্যক শব্দটির ব্যবহার করেন। শব্দটিকে গ্রন্থবাচক হিসাবে সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন বার্তিককার কাত্যায়ন। শান্তরসাস্পদ অরণ্যে নিভৃতে গুরুর কাছে এই বিদ্যা লাভ করা হত বলে এই গ্রন্থের নাম আরণ্যক। সায়ণাচার্য ঐতরেয়ারণ্যকের ভাষ্যোপক্রমণিকায় বলেছেন – অরণ্যে এব পাঠত্বাদারণ্যকম্ ইতীর্য্যতে। আরণ্যকের প্রতিপাদ্য প্রতীকী উপাসনা বা প্রাণবিদ্যা।

উপ পূর্বক, নি পূর্বক, সদ্ ধাতুর উত্তর ক্বিপ্ প্রত্যয় যোগে উপনিষদ্ শব্দটি সিদ্ধ হয়। সদ্ধাতুর অর্থ – জীর্ণকরা, বিনাশ করা এবং গমন করা। শঙ্করাচার্যের মতে –নিশ্চিতরূপে বা নিঃশেষে, যে বিদ্যা মানুষের জন্ম-মৃত্যুর কারণ অবিদ্যাকে জীর্ণ করে বা বিনাশ করে সেই বিদ্যার নাম উপনিষদ্- সেয়ং ব্রহ্মবিদ্যা উপনিষচ্ছব্দবাচ্যা। ম্যাক্সমূলারের মতে গুরুর কাছে বসে দার্শনিক বিদ্যা আয়ত্ত করার নাম উপনিষদ্। আরণ্যক ও উপনিষদ্-কে একসঙ্গে বেদান্ত বলা হয়।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য গবেষকদের মতে বেদের রচনা কাল

ভারতীয় প্রাচীন পরম্পরা অনুযায়ী বেদ অপৌরুষেয়। শতপথব্রাহ্মণে বলা হয়েছে - যথা প্রদীপ্তাৎ পাবকাৎ বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি, এবং বা অরে অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্ যদ্ ঋগবেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোऽথর্বাঙ্গিরস ইতি। কিন্তু প্রমুখ বিদেশী গবেষক ও উত্তরকালের ভারতীয় গবেষকগণ ঐতিহাসিক তথ্য, তুলনামূলক ভাষাতত্ব ও জ্যোতিষশাস্ত্রের ভিত্তিতে বেদের কাল নির্ণয় করেছেন –

ম্যাক্সমূলারের (Maxmuller) মত – ম্যাক্সমূলার সাহিত্য ও ভাষাতত্ত্বাশ্রয়ে বেদের কাল নির্ণয় করেন – A History of Ancient Sanskrit Literature গ্রন্থে। তিনি বুদ্ধের আবির্ভাব কালকে আধার করে বেদের রচনা কাল - ১২০০- ১০০০ খ্রীঃ. পূঃ স্বীকার করেছেন। ম্যাক্সমূলার বেদ রচনার ৪টি স্তর স্বীকার করেছেন –

১. ছন্দোকাল(যুগ) বা প্রকীর্ণ মন্ত্রকাল(যুগ) - ১২০০-১০০০ খ্রীঃ.পূঃ। তাঁর মতে এই সময় ঋগ্বেদ রচিত হয়।

২. মন্ত্রকাল বা যুগ – ১০০০-৮০০ খ্রীঃ.পূঃ। এই সময় মন্ত্রগুলি সংহিতাবদ্ধ হয়।

৩. ব্রাহ্মণ যুগ – ৮০০-৬০০ খ্রীঃ. পূঃ। ব্রাহ্মণ গ্রন্থের রচনা কাল।

৪. সূত্রকাল – ৬০০-৪০০ খ্রীঃ.পূঃ। সূত্র-সাহিত্যের রচনা কাল।(উল্লেখ্য সায়ণভাষ্য সহ সর্বপ্রথম সমগ্র ঋগ্বেদ ম্যাক্সমূলার প্রকাশ করেন।)

GCDC SALBONI

ম্যাকডোনালের (Macdonell) মত- A History of Sanskrit Literature গ্রন্থে ১৩০০-১৫০০ খ্রীঃ. পূঃ কে বেদের রচনকাল বলেছেন। তাঁর অনুসন্ধানের ভিত্তিও সাহিত্য ও তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব।

ভিন্তারনিৎস্ এর (Winternitz) মত- History of Indian Literature -এ ভিন্তারনিৎস্ ২৫০০- ২০০০ খ্রীঃ. পূঃ কে বেদের রচনাকাল বলে স্বীকার করেছেন। এই অনুসন্ধানের ভিত্তিও সাহিত্য ও ভাষাতত্ত্ব।

লোকমান্য তিলক বা বালগঙ্গাধর তিলকের মত - Orion, Arctic Home গ্রন্থে বালগঙ্গাধর তিলক জ্যোতিষশাস্ত্রের ভিত্তিতে বেদের কাল নির্ণয়ে সচেষ্ট হয়েছেন। তিলকের মতে বেদের রচনাকাল নূন্যতম পক্ষে ৪৫০০ -৪০০০ খ্রীঃ.পূঃ। তিলক তাঁর Orion গ্রন্থে চারটি যুগের কথা বলেছেন –

১. অদিতি বা প্রাক্ মৃগশিরা কাল -৬০০০-৪০০০ খ্রীঃ.পূঃ। নিবিৎ মন্ত্রসকল রচিত হয়।

২. মৃগশিরা বা Orion যুগ – ৪০০০-২৫০০ খ্রীঃ পূঃ। ঋগ্বেদের মন্ত্র সকল এই সময় রচিত হয়।

৩. কৃত্তিকা কাল – ২৫০০-১৪০০ খ্রীঃ পূঃ। চারবেদের সংহিতার সংকলন এবং ব্রাহ্মণ গ্রন্থের রচনা কাল।

৪. অন্তিম যুগ - ১৪০০-৫০০ খ্রীঃ পূঃ। সূত্রসাহিত্যের রচনা কাল।

জেকবি বা য়াকবি এর (Jacobi) মত – জেকবিও জ্যোতির্বিদ্যার ভিত্তিতে বেদের রচনা কাল নির্ণয় করেন এবং বালগঙ্গাধর তিলকের সঙ্গে সহমত পোষণ করেন। অর্থাৎ জেকবির মতেও বেদের রচনা কাল কমপক্ষে ৪০০০ খ্রীঃ.পূঃ। ব্যুহলার ও তিলক, জেকবির মতকে সমর্থন করেছেন। Indian Antiquary পত্রিকায়(পৃষ্ঠা- ২৪৮)।

অবিনাশ চন্দ্রদাসের মত- ডঃ দাস ভূগোল তত্ত্ব ও ভূগর্ভশাস্ত্রের ভিত্তিতে বেদের কাল নির্ণয় করেন Rgvedic India গ্রন্থে। তাঁর মতে বেদের রচনা কাল আনুমানিক ২৫ হাজার খ্রীঃ. পূঃ।

আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠতা দয়ানন্দ সরস্বতীর মতে বেদের উৎপত্তি পরমাত্মা হতে (অর্থাৎ বেদ অপৌরুষেয়, আর্য সমাজ কেবল মন্ত্রভাগেরই অপৌরুষেয়ত্ব স্বীকার করেন, ব্রাহ্মণভাগের নয়।) অতএব যেদিন জগৎ সৃষ্টি হয় সেদিনই বেদের আবির্ভাব। (দয়ানন্দ-সরস্বতী রচিত গ্রন্থের নাম সত্যার্থপ্রকাশ)

চতুর্বেদের শাখা সমূহ

মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি তাঁর গ্রন্থে বেদের শাখাভেদ সম্পর্কে বলেছেন –একবিংশতিধা বাহ্বৃচ্যম্, একশতমধ্বর্যুশাখাঃ, সহস্রবর্ত্মা সামবেদঃ, নবধা আথর্বণম্। অর্থাৎ ঋগ্বেদের শাখা সংখ্যা -২১, আধ্বর্যব বা যজুর্বেদের অধ্যায় সংখ্যা - ১০০, সামবেদের – ১০০০, এবং অথর্ববেদের – ৯টি। এই মতের অনুবর্তন আমরা বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবতপুরাণ, কুর্মপুরাণ ও নিরুক্ত গ্রন্থে দেখতে পাই।

বর্তমানে উপলব্ধ বেদের শাখা সমূহ-

শৌনক রচিত চরণব্যূহ গ্রন্থে আমরা ঋগ্বেদের ৫টি শাখার নাম পাই। সেগুলি – শাকল, বাস্কল, আশ্বলায়ন, শাঙ্খায়ন ও মাণ্ডুক। এই পাঁচটি শাখার মধ্যে বর্তমানে – শাকল ও বাস্কল প্রচলিত (আশ্বালায়ন নতুন করে আবিষ্কৃত এই শাখার আবিষ্কর্তা – বি.বি. চৌবে।)

GOLC SALBONI

চরণব্যূহ গ্রন্থে সামবেদের ৭টি মুখ্য শাখার নাম পাওয়া যায় – রাণায়নীয়, শাত্যমুগ্র, কলাপ, মহাকলাপ, শার্দূল, লাঙ্গায়ন, কৌথুম। বর্তমানে সামবেদের তিনটি শাখার প্রচলন আছে, সেগুলি যথা – কৌথুম, জৈমিনীয় ও রাণায়নীয়। এর মধ্যে কৌথুমশাখা – বঙ্গদেশে ও গুজরাটে, জৈমিনীয় – কর্ণাটকে এবং রাণায়নীয় – মহারাষ্ট্রে প্রচলিত।

চরণব্যূহ গ্রন্থে শৌনক যজুর্বেদের সর্বসমেত ৪৩ টি শাখার নামোল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে কৃষ্ণযজুর্বেদের -২৭টি, শুক্লযজুর্বেদের ১৬টি। বর্তমানে উপলব্ধ কৃষ্ণযজুর্বেদের শাখা ৪টি- তৈত্তিরীয়, মৈত্রায়নী (কলাপ), কঠ ও কপিষ্ঠল। শুক্লযজুর্বেদের বর্তমানে উপলব্ধ ২টি শাখা কাণ্ব এবং মাধ্যন্দিন।

অথর্ববেদের বর্তমান উপলব্ধ শাখার সংখ্যা দুই – শৌনক ও পৈপ্পলাদ।

ঋগ্বেদ

১ম প্রকার বিভাগ - ঋগ্বেদের ১০মণ্ডল, ৮৫টি অনুবাক, ১০২৮টি সূক্ত এবং ১০৫৫২টি মন্ত্র পাওয়া যায় (মতান্তরে ১০৪৭২টি)। দশটি মণ্ডল থাকায় ঋগ্বেদকে “দাশতয়ী” বলা হয়।

২য় প্রকার বিভাগ – ৮টি অষ্টক, ৬৪ টি অধ্যায় এবং ২০০৬টি বর্গ বর্তমান। (অধ্যয়ন এই বিভাগ অনুসারেই করা হয়।)

ঋগ্বেদের ১ম ও ১০ম মণ্ডলকে প্রকীর্ণমণ্ডল বলা হয়। এর ২য় হতে ৮ম মণ্ডল হল বংশমণ্ডল। এই ৭টি মণ্ডলের মন্ত্রদ্রষ্টা হিসাবে আমরা একই ঋষি বংশজদের নাম পাই। বংশমণ্ডলের ঋষিরা হলেন যথাক্রমে –

২য় মণ্ডলের – গৃৎসমদ, ৩য় – বিশ্বামিত্র, ৪র্থ – বামদেব, ৫ম –অত্রি, ৬ষ্ঠ –ভরদ্বাজ, ৭ম- বশিষ্ঠ, ৮ম- কণ্ব।

ঋগ্বেদের অষ্টম মণ্ডলে প্রগাথ বা মিশ্রছন্দে নিবদ্ধ মন্ত্রাধিক্যের জন্য এই মণ্ডলকে বলা হয় – প্রগাথ মণ্ডল।

নবম মণ্ডলে পবমান সোমের স্তুত্যাধিক্য দেখা যায় বলে একে পবমান মণ্ডল বা সোমমণ্ডল বলা হয়।

ঋগ্বেদের প্রতি মণ্ডলের সূক্ত সংখ্যা –

প্রথমে – ১৯১, দ্বিতীয়ে- ৪৩, তৃতীয়ে – ৬২, চতুর্থে -৫৮, পঞ্চমে – ৮৭, ষষ্ঠে – ৭৫, সপ্তমে- ১০৪, অষ্টমে - ৯২+ ১১টি বালখিল্য সূক্ত= ১০৩টি, নবমে – ১১৪, দশমে -১৯১টি।

অতএব ঋগ্বেদের অষ্টমমণ্ডলে বালখিল্য সূক্তগুলি দৃষ্ট হয়।

ঋগ্বেদের ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উনিষদ্ গ্রন্থাবলী

ঋগ্বেদের ব্রাহ্মণের সংখ্যা হল ২টি। সেগুলি যথা – ঐতরেয় এবং শাঙ্খায়ন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের দ্রষ্টা হলেন – মহিদাস ঐতরেয়, মায়ের নাম অনুসারে তাঁর এবং তদ্দৃষ্ট ব্রাহ্মণের এইরূপ নামকরণ। তাঁর মায়ের নাম – ইতরা। এই ব্রাহ্মণ ৮টি পঞ্চিকায় বিভক্ত। এক একটি পঞ্চিকায় অধ্যেয়ের সংখ্যা ৫টি করে, অতএব মোট অধ্যায়ের সংখ্যা-৪০টি। প্রতিটি অধ্যায় আবার কয়েকটি করে খণ্ডে বিভক্ত। মোট খণ্ড সংখ্যা- ২৮৫টি। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে

GUDC SALBONI

আমরা শুনঃশেপ উপাখ্যান পেয়ে থাকি। ঐতরেয় ব্রক্ষণের দুটি টীকা বা ভাষ্যগ্রন্থ বর্তমানে পাওয়া যায়- সায়ণভাষ্য এবং ষড্গুরুশিষ্য রচিত ভাষ্য।

শাঙ্খায়ন ব্রাহ্মণের দ্রষ্টা হিসাবে আমরা শাঙ্খায়ন বা কৌষীতকির নাম পাই। এই সম্পূর্ণ ব্রাহ্মণ গ্রন্থটি ৩০ টি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রতিটি অধ্যায় আবার কয়েকটি করে খণ্ডে বিভক্ত, খণ্ডের সংখ্যা মোট – ২২৭। এই ব্রাহ্মণ কৌষিতকী ব্রাহ্মণ নামেও লোকে প্রচলিত। শাঙ্খায়ন ব্রাহ্মণের কোন প্রসিদ্ধ ভাষ্যগ্রন্থ অদ্যাপি পাওয়া যায় না। অধ্যাপক কীথ সাহেব Rigvedic Brāhmaṇas গ্রন্থে ঐতরেয় এবং শাঙ্খায়ন ব্রাহ্মণের ইংরাজী অনুবাদ করেন।

ঋগ্বেদের আরণ্যক গ্রন্থও দুটি – ঐতরেয় এবং শাঙ্খায়ন বা কৌষীতকি আরণ্যক। উপনিষদ্‌ও দুটি- ঐতরেয় এবং কৌষীতক্যুপনিষদ্। ঐতরেয়ারণ্যকের -৫টি ভাগ। প্রতিটি ভাগ আরণ্যক নামেই প্রসিদ্ধ। ঐতরেয়ারণ্যকের প্রথম ও শেষ আরণ্যকে মহাব্রত যাগের রহস্যভাবনা দেখা যায়। এই আরণ্যকের প্রতিপাদ্য হল – প্রাণবিদ্যা। এই গ্রন্থের তৃতীয় আরণ্যক – সংহিতোপনিষদ্ নামে খ্যাত। ঐতরেয়ারণ্যকের ৫ম ও ৬ষ্ঠ আরণ্যক ঐতরেয় উপনিষদ্ ।

শাঙ্খায়ন আরণ্যক ১৫টি অধ্যায়ে বিভক্ত। বিষয়বস্তু ঐতরেয়ারণ্যকের অনুরূপ। এই আরণ্যকের তৃতীয় হতে ষষ্ঠ অধ্যায় কৌষীতক্যুপনিষদ্।

একনজরে

- প্রসিদ্ধ গায়ত্রী মন্ত্র আমরা ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলে পাই। এর দ্রষ্টা বিশ্বামিত্র। এটি তৃতীয় মণ্ডলের অন্তিম মন্ত্র।
- ঋগ্বেদে ৩৮টি দানস্তুতি পাওয়া যায়। এগুলির অধিকাংশই অষ্টম মণ্ডলে নিবদ্ধ।
- বিখ্যাত 'চরৈবেতি' মন্ত্র আমরা ঐতরেয়ব্রাহ্মণে পাই।
- ঋগ্বেদের তৃতীয় ও সপ্তম মণ্ডলে দশরাজ যুদ্ধের কথা পাওয়া যায়।
- ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে আমরা গঙ্গা নদীর কথা পেয়ে থাকি (১০,৭৫,৫)।
- ঋগ্বেদের অষ্টম মণ্ডলের ৪৯ থকে ৫৯ তম সূক্ত অবধি ১১টি সূক্ত বালখিল্য সূক্ত।
- ঋগ্বেদের অষ্টম মণ্ডল ছাড়া প্রতিটি মণ্ডল অগ্নি সূক্ত দিয়ে শুরু হয়েছে।
- শৌনককৃত ঋগানুক্রমণী অনুসারে ঋগ্বেদে ঋক্ বা মন্ত্রের সংখ্যা -১০৫৮০।
- ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিদের 'শতর্চিনঃ' বলা হয়, কারণ এক একজন ঋষির দৃষ্ট মন্ত্রের সংখ্যা একশোর অধিক।
- ঋগ্বেদীয় ঋত্বিক্ হোতার পাঠ্য মন্ত্রের সংকলন হওয়ায় ঋগ্বেদের অপর নাম হৌত্রবেদ।
- খিল সূক্তের সংখ্যা – ৮৬টি। এগুলি ঋগ্বেদের পরিশিষ্ট হিসাবে গৃহীত বা খিল অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট, অধ্যায় সংখ্যা ৫।

GDC SALBONI

- ঋগ্বেদের কিছু প্রসিদ্ধ খিলসূক্ত – সৌপর্ণসূক্ত, শ্রীসূক্ত, হৃদয়সূক্ত, ধ্রুবাসূক্ত,রাত্রিসূক্ত, কৃত্যাসূক্ত, লাক্ষাসূক্ত, মহানাম্নীসূক্ত, কুন্তাপসূক্ত ইত্যাদি।
- ঋগ্বেদে ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে পঠিত সূক্তের সংখ্যা -২৫০, অগ্নির -২০০ এবং সোমের -১২০।
- ঋগ্বেদে ত্রিষ্টুপ্ ছন্দে নিবদ্ধ মন্ত্রের সংখ্যা সর্বাধিক – ৪২৫১টি। তারপর গায়ত্রী – ২৫০০ টি। এর পরই আছে জগতী – ১৩৪৬টি।

সামবেদ

শতপথব্রাহ্মণ অনুসারে সামবেদ ছাড়া যজ্ঞানুষ্ঠান অসম্ভব – নাসাম যজ্ঞো ভবতি। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ সামবেদের উপাদেয়ত্ব প্রকাশ করে বলেছেন – বেদানাং সামোঽস্মি। সামের স্বরূপ নির্ণয়ে সায়ণাচার্য সামবেদ ভাষ্যভূমিকাতে বলেছেন – গীতিরূপা মন্ত্রাঃ সামানি। গীয়মানস্য সাম্ন আশ্রয়ভূতা ঋচঃ সামবেদে সমাম্নায়ন্তে। সামবেদীয় ঋত্বিক্ উদ্গাতার যজ্ঞে গেয় মন্ত্র সকলের সংকলন বলে সামবেদের অপর নাম –ঔদ্গাতৃবেদ। সামবেদের মন্ত্রসংখ্যা ১৮১০। এর মধ্যে ৭৫টি বাদে বাকী সকল মন্ত্র ঋগ্বেদ থেকে সংকলিত। (অনির্বাণের মতে কৌথুমসংহিতার মোট মন্ত্রের সংখ্যা -১৬০৩, এর মধ্য ৯৯টি মন্ত্র ঋগ্বেদীয় শাকল সংহিতায় পাওয়া যায় না, আর সব মন্ত্র শাকল সংহিতার অষ্টম ও নবম মণ্ডল থেকে নেওয়া হয়েছে।)

সামবেদের গ্রন্থবিন্যাস - সামসংহিতার মুখ্যভাগ আর্চিক এবং গান। আর্চিক শব্দ ঋক্-সমূহের বাচক। সামগানের সুরের স্বরলিপি সাম সংহিতার যে অংশে লিপিবদ্ধ হয়েছে তাকে বলে গান। আর্চিকে সংকলিত ঋক্ মন্ত্রের উপর সুর বসিয়ে সে গুলিকে গাওয়া হতো বলে এদের পারিভাষিক সংজ্ঞা – সামযোনি বা যোনি। যোনি মন্ত্রের সংগ্রহ বলে আর্চিকের অপর নাম – যোনিগ্রন্থ বা ছন্দোগ্রন্থ। আর্চিক অংশের আবার দুটি ভাগ –আর্চিক বা পূর্বার্চিক এবং উত্তরার্চিক।পূর্বার্চিকে স্বতন্ত্রভাবে এক একটি মন্ত্র সংগৃহীত হয়েছে। যজ্ঞে সাধারণত তিনটি ঋকে একটি সামগান গাওয়া হতো। এই যোনি ছাড়া বাকী দুটি ঋকের নাম হল উত্তরা। এই উত্তরা সহ পুরো তৃচটি আমরা উত্তরার্চিকে পাই।

আর্চিকের মন্ত্রগুলি ছন্দো ও বিষয়ানুসারে সাজানো। পূর্বার্চিক ৪টি কাণ্ডে বিভক্ত, যথা – আগ্নেয়, ঐন্দ্র, পবমান এবং অরণ্য।

সামবেদের ৪টি গান সংহিতা আছে, যথা – গ্রামগেয়, অরণ্যগেয়, ঊহ এবং ঊহ্য। পূর্বার্চিকের প্রথম তিনটি কাণ্ডের স্বরলিপি আছে গ্রামগেয় গানে। পূর্বাচিকের অন্তিম কাণ্ড বা অরণ্যের এবং পরিশিষ্টের স্বরলিপি আছে অরণ্যগেয় গানে। উত্তারার্চিকের স্বরলিপি আছে ঊহগানে। ঊহ্যগানের অপর নাম –রহস্যগান। যজ্ঞে যে সব রহস্যগান গেয় ছিল তাদের স্বরলিপি পাওয়া যায় এখানে।

সামবেদের ৭টি স্বর –ক্রুষ্ট, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, মন্দ্র ও অতিসার্য (নারদীয় শিক্ষা অনুসারে।) লৌকিকে এই স্বরগুলি- মধ্যম, গান্ধার, ঋষভ, ষড়জ, ধৈবত ও নিষাদ।

CGDC SALBONI

সামগানের সময় প্রকৃত ঋক্-টি অবিকল থাকে না। সুরের টানে তাতে পরিবর্তন ঘটে, এই পরিবর্তন কে সামবিকার বলে। সামবিকার ছয়টি – বিকার, বিশ্লেষ, বিকর্ষণ, অভ্যাস, বিরাম এবং স্তোভ। স্তোভ হল ঋকের বর্ণ ছাড়া অন্য বর্ণ, যেমন- হাউ,হাই, ঔহবা।

ছান্দোগ্যোপনিষদ্ অনুসারে সামগান ৫ প্রকারের। সেগুলি যথা – হিঙ্কার, প্রস্তাব,উদ্গীথ, প্রতিহার এবং নিধন।

সামবেদের ব্রাহ্মণ আরণ্যক ও উপনিষদ্

সামবেদের ব্রাহ্মণ গ্রন্থের সংখ্যা সর্বাধিক। এই বেদের ব্রাহ্মণের সংখ্যা -৮টি। সেগুলি যথাক্রমে – তাণ্ড্য বা পঞ্চবিংশব্রাহ্মণ, ষড়বিংশ ব্রাহ্মণ, ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ, জৈমিনীয় বা তলবকার ব্রাহ্মণ, সামবিধান ব্রাহ্মণ, আর্ষেয় ব্রাহ্মণ, বংশ ব্রাহ্মণ এবং দেবতাধ্যায় ব্রাহ্মণ। (উল্লেখ্য সায়ণাচার্যের মতেও সামবেদের ব্রাহ্মণের সংখ্যা ৮টি, তিনি ৮ ব্রাহ্মণের উপর ভাষ্যরচনা করেন।)

সামবেদের আরণ্যক গ্রন্থ দুটি। সেগুলি যথা – জৈমিনীয়ব্রাহ্মণের অন্তর্গত উপনিষদ্-ব্রাহ্মণ বা তলবকার আরণ্যক এবং ছান্দোগ্যারণ্যক যা ছান্দোগ্যোপনিষদের প্রথম অংশ। যতে সামকে আশ্রয় করে নানা কর্মাঙ্গ উপাসনার অবতারণা করা হয়েছে।

সামবেদের উপনিষদের সংখ্যা দুটি। সেগুলি যথা – ছান্দোগ্য এবং কেনোপনিষদ্।

যজুর্বেদ

যজুর্বেদের অপর নাম কর্মবেদ বা অধ্বর্যুবেদ। বায়ুপুরাণ অনুসারে যজ্ঞের সঙ্গে সম্বন্ধ আছে বলে যজুর্বেদের নাম যজুঃ হয়েছে – যাজনাদ্ধি যজুর্বেদ, তেন শাস্ত্রস্য নির্ণয়ঃ। দুটি ভাগ কৃষ্ণযজুর্বেদ এবং শুক্লযজুর্বেদ। ব্যাসদেব তাঁর চার শিষ্যের মধ্যে বৈশম্পায়নকে যজুর্বেদ বিদ্যা দেন। বৈশম্পায়নের শিষ্যদের মধ্যে এই বেদ দ্বিধা বিভক্ত হয়ে কৃষ্ণ ও শুক্ল রূপ লাভ করে। কৃষ্ণযজুর্বেদ ব্রহ্মসম্প্রদায় সম্বদ্ধ, পক্ষান্তরে শুক্লযজুর্বেদ আদিত্য সম্পদায় সম্বদ্ধ। বস্তুতঃ এর কৃষ্ণত্ব ও শুক্লত্ব স্বরূপগত কারণের জন্য। শুক্লযজুর্বেদের সংহিতা ব্রাহ্মণ পৃথক্ পৃথক্ বিন্যস্ত কিন্তু কৃষ্ণতে এগুলি সংমিশ্রিত।

<u>কৃষ্ণযজুর্বেদ -</u> যাজ্ঞবল্ক্য কর্তৃক বান্ত(বমন কৃত)বেদ বিদ্যা বৈশম্পায়নের অন্য শিষ্যেরা তিত্তিরি পাখিরূপে গ্রহণ করায় এই বেদের একটি প্রসিদ্ধ সংহিতার নাম হয়েছে – তৈত্তিরীয় সংহিতা- এই জনশ্রুতি প্রসিদ্ধ। তৈত্তিরীয় সংহিতার ৭টি কাণ্ডে ৪৪টি প্রপাঠকে এবং ৬৩১টি অনুবাকে বিভক্ত। এর মন্ত্র সংখ্যা – ২১৮৪টি।

<u>কৃষ্ণযজুর্বেদের ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্ –</u> কৃষ্ণযজুর্বেদের একমাত্র প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ হল তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ। আরণ্যক হল – তৈত্তিরীয়ারণ্যক। আরণ্যকটিত ১০টি প্রপাঠক আছে। এর মধ্যে ৭- ৯প্রপাঠক পর্যন্ত তৈত্তিরীয় উপনিষদ্। তৈত্তিরীয়ারণ্যকে আমরা আরুণকেতুক অগ্নিচয়ন বিদ্যার প্রতীকী ভবনা পাই (বেদে ৫টি অগ্নিচয়ন বিদ্যার কথা পাওয়া যায় – সাবিত্র, নাচিকেতো, আরুণকেতুক, বৈশ্বসৃজ এবং চাতুর্হোত্র।)। কৃষ্ণযজুর্বেদের মুখ্য উপনিষদের সংখ্যা -৫টি। সেগুলি যথা – কঠ,শ্বেতাশ্বতর, মহানারায়ণ, মৈত্রায়ণ, তৈত্তিরীয়।

শুক্লযজুর্বেদ

বেদবিদ্যা হীন যাজ্ঞবল্ক্য পুনরায় বেদবিদ্যা লাভের জন্য আদিত্য বা সূর্যের উপাসনার মাধ্যমে তাঁর থেকে এই বেদ লাভ করেন – আদিত্যানীমানি শুক্লানি যজূংসি বাজসনেয়েন যাজ্ঞবল্ক্যেনাখ্যায়ন্তে। (শতপথব্রাহ্মণ)। বাজ শব্দের অর্থ সূর্যরশ্মি অথবা অন্ন এবং সনি শব্দের অর্থ – ধনসম্পদ্। সূর্যের কিরণ হতে শ্রেষ্ঠ ধনসম্পদ্ রূপে যে বেদ প্রকাশ পেয়েছিল তার নাম বাজসনেয়ি সংহিতা। অধুনা লব্ধ এই বেদের মাধ্যান্দিন সংহিতা ৪০টি অধ্যায়ে বিভক্ত। এই ৪০টি অধ্যায় আবার ৩০৩টি অনুবাক এবং ১৯১৫টি কণ্ডিকায় বিভক্ত। এই সংহিতার ৪০তম অধ্যায়ে বিখ্যাত ঈশোপনিষদ্ পাওয়া যায়। এটিই একমাত্র উপনিষদ্, যা মন্ত্র বা সংহিতা ভাগের সঙ্গে সম্বদ্ধ। তাই এই উপনিষদ্ কে সংহিতোপনিষদ্ ও বলা হয়। (উল্লেখ্য শুক্লযজুর্বেদে গদ্য ও পদ্যবদ্ধ উভয় ধরণের মন্ত্র পাওয়া যায়।)

শুক্লযজুর্বেদের ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্-

শুক্লযজুর্বেদের একমাত্র উপলব্ধ ব্রাহ্মণগ্রন্থ হল – শতপথব্রাহ্মণ। (এই ব্রাহ্মণের কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন শাখায় যথাক্রমে ১০৪টি এবং ১০০করে অধ্যায় বর্তমান), কাণ্ডের সংখ্যা ১৪টি, প্রপাঠক -৬৮টি, ৪৩৮টি ব্রাহ্মণ এবং কণ্ডিকার সংখ্যা -৭৬২৪টি। শতপথব্রাহ্মণের ১৪তম কাণ্ড বৃহদারণ্যক, শুক্লযজুর্বেদের একমাত্র আরণ্যক গ্রন্থ। বৃহদারণ্যকের শেষ ৬টি অধ্যায় নিয়ে বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ গঠিত। অতএব শুক্লযজুর্বেদের উপনিষদ্ –বৃহদারণ্যক এবং ঈশোপনিষদ্।

অথর্ববেদ

নামান্তর – অথর্বাঙ্গিরসবেদ , ভৃগ্বাঙ্গিরসবেদ, লৌকিকবেদ, ব্রহ্মবেদ, ক্ষাত্রবেদ। কাণ্ডের সংখ্যা -২০টি। সূক্ত সংখ্যা – ৭৩১টি, মন্ত্রের সংখ্যা –প্রায় ছয় হাজার। ১৮৫৬ সালে জার্মানদেশীয় রোট্ এবং হুইট্নি সর্বপ্রথম শৌনকশাখার অথর্ববেদ প্রকাশ করেন। ১৯০১ সালে ব্যুহলার কাশ্মীরে পৈপ্পলাদ শাখার পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করেন এবং ১৯০২ সালে গারবে The Kashmirian Atharvaveda নামে প্রকাশ করেন। বর্তমানে এশিয়াটিক সোসাইটি(কলিকাতা) হতে দুর্গামোহন ভট্টাচার্য ও দীপক ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় সমগ্র পৈপ্পলাদ সংহিতা প্রকাশিত হয়েছে।

ব্রাহ্মণ আরণ্যক ও উপনিষদ্

অথর্ববেদের একমাত্র উপলব্ধ ব্রাহ্মণ গ্রন্থ হল –গোপথব্রাহ্মণ। ঋষি গোপথ এই ব্রাহ্মণের প্রবক্তা। গোপথব্রাহ্মণের প্রথম সম্পাদনা করেন – রাজেন্দ্রলাল মিত্র(১৮৭২সাল)। ব্লুমফ্লিড ও ভিন্তারনিৎস্ মনে করেন এটি বৈদিকোত্তর কালের রচনা। কীথ, কালহাণ্ড প্রমুখ গবেষক একে শতপথব্রাহ্মণের সমসাময়িক বলেছেন। Bloomfild এর– The Atharvaveda and Gopatha-brahman নামক গ্রন্থ পণ্ডিত সমাজে সমাদৃত। Bloomfild, Griffith এবং Whitney এই তিনজন পৃথক পৃথক্ অথর্ববেদের ইংরেজী অনুবাদ করেছেন।

অথর্ববেদের অদ্যাপি কোন আরণ্যকগ্রন্থ আবিষ্কৃত হয়নি। এই বেদের উপনিষদের সংখ্যা তিন – প্রশ্ন, মুণ্ডক এবং মাণ্ডুক্য।

GDC SALBONI